মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের বিশেষ বর্ধিত সভা

মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকালে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ বর্ধিত সভায় উপস্থিত আছেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, শহর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলীসহ আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা বক্তব্য দেন। মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলি ইয়াসমিন, মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বও ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিভ, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাফুয়ান আহমেদ রুপক, জেলা যুবলীগের সদস্য মিজানুর রহমান জনি, জেলা যুবলীগের সাবেক সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ম আহবায়ক মাহফিজুর রহমান পোলেন, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি জুলফিকার আলী, আবু মোর্শেদ মোহন শোভন, কুদরত ই খুদা রুবেল, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে শতশত আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন।

ঝিনাইদহ র্যাব-৬ অস্ত্র ও গুলিসহ ২ সন্ত্রাসীকে আটক করেছে

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ডাকবাংলা এলাকা থেকে অস্ত্র ও গুলিসহ দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। মঙ্গলবার রাতে ডাকবাংলার নাথকুন্ডু এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলো-চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার রাইসা গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে আসাদুল ইসলাম আশা (৩৫) ও জীবননগর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের সুলতান খানের ছেলে আশানুর রহমান (৩৮)।

র্যাব ৬, সিপিসি-২ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাসুদ আলম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে নাথকুন্ডু এলাকায় একদল সন্ত্রাসী অবস্থান করছে। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় র্যাবের একটি অভিযানিক দল।

এসময় অন্যান্যরা পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে আসাদুল ইসলাম ও আশানুর রহমান নামের ২ জনকে। পরে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়, ১ টি কাটা রাইফেল, ১ টি পিস্তল ও ২ রাউন্ড গুলি। আটককৃতরা সন্ত্রাসী, তাদের নামে বিভিন্ন থানায় হত্যা, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণসহ একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব। দুপুরে আটককৃতদের সদর থানায় সোপর্দ করা হয়।

আরো পড়ুন-কালীগঞ্জে এক হাজার পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তিন মাদক কারবারী গ্রেফতার

কালীগঞ্জে এক হাজার পিচ ইয়াবা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে হাসপাতাল রোডে রান্না ঘরে অগ্নিকান্ড

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল রোডে জার্মান বাংলা গার্ডেন সিটির ভুমি জরিপকারী রমজান আলী বাড়ির ছাদে রান্না ঘরে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, রমজান আলীর স্ত্রী বাসার ছাদে তৈরি করা রান্না ঘরে রান্নার কাজ করছিলেন। রান্না করার সময় প্রয়োজনীয় কাজে ছাদ থেকে নিচে নামেন। এসময় চুলার আগুন পাশে থাকা খড়কুটোতে লেগে অগ্নিকান্ডের সৃষ্টি হয়। পাশের বাড়ি ছাদে কাজ করা শ্রমিকরা আগুন দেখে চিৎকার করলে আশেপাশের মানুষ ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। ফায়াস সার্ভিসের দল ঘটনাস্থলে পৌছানোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

মেপ্র/ইএম

গাংনীর ইউএনও দিলেন চার শিশুকে নতুন পোশাক

আশিক,মুস্তাকিন,কুলছুম ও রিয়াজ। চারজনকে শিশু রেখেই দুরারোগ্য ব্যাধীতে মারা যায় তাদের মা। স্ত্রী মারা যাবার পর বাবা রাশিদুল বিয়ে করে সংসার করছে আলাদা।

দ্বিতীয় স্ত্রী পেয়ে সন্তানদের খোজ নেয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন পিতা রাশিদুল। অসহায় চার এতিম শিশুদের দেখা শোনা করে দিনমজুর হতদরিদ্র দাদা লালন মন্ডল ও দাদি ছালমা বেগম।

কিশোর আশিক দাদার বাড়ি কসবা গ্রামে একটি চায়ের দোকান চালিয়ে ছোট ভাইবোনদের খাবার যোগায়। নিজে লেখা পড়া না করতে পারলেও ছোট ভাইবোনদের লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে

তুলতে। এ নিয়ে কিশোর আশিকের জীবন সংগ্রাম বিষয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে প্রতিবেদন করেন মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক আকতারুজ্জামান। প্রতিবেদনটি প্রকাশের সাথে সাথে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ছুটে যান গাংনীর কসবা গ্রামের লালনের বাড়িতে।

ভাঙ্গাচোরা একটি চায়ের দোকানে চা বিক্রি করছে কিশোর আশিক। টিনের বেড়া আর টিনের ছাউনির ঘরেই আশিকের চার ভাইবোনসহ দাদা দাদির বসবাস।

এসব দেখে হতবাক হয়ে পড়েন নির্বাহী অফিসার। আশিকের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। পরে আশিকের দোকানটিকে ব্যাবসার উপযোগী করতে আর্থিক সহযোগীতা করেন। চার জনের থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী দুর্যোগ সহগনীয় ঘরের ব্যাবস্থা করেন তিনি।

মমতাময়ী মায়ের স্নেহ দিতে একটুও কার্পণ্য করেননি নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

বুধবার সকালে তাদের ডেকে চার জনের শরীরে নতুন পোশাক পরিয়ে দেন। নতুন পোশাক পেয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ে কোমলমতি চার শিশু।

নতুন পোশাক পরে আশিক,মুস্তাকিন,কুলছুম আর রিয়াজ জানায়, পোশাক পরে মনে হচ্ছিল আমাদের ‘মা’ যেন আমাদের শরীরে পোশাক পরিয়ে দিচ্ছিলেন। মায়ের আদরের কথা মনে নেই।

তবুও পোশাক পেয়ে মনে করছিলাম মা হয়তো আমাদের পোশাক পরিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন আমাদের চারজনকে কেমন লাগে। আশিকের দাদী আনোয়ারা বেগম কান্নাজড়িত কন্ঠে বলেন, তোমাদের মা বেচে নেইতো কি হয়েছে সৃষ্টিকর্তা আছেন।

সৃষ্টিকর্তার এমন প্রতিনিধিও আছেন যিনি তোমাদের মায়ের স্নেহ দিচ্ছেন। নতুন পোশাকে নিজের দিকে তাকায় আর রাস্তা হাটে কিশোর আশিকসহ ছোট ভাইবোন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের এমন মমত্ববোধ আর মানবিক দৃষ্টি দেখে গাংনী বাসি তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

আরো পড়ৃন-করোনাভাইরাসে মৃতু বেড়ে প্রায় ৫০০

[redacted]

[redacted]

সেই স্কুলের তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত পিইসি পরীক্ষায় নবিননগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মিজান আহমেদ নামের একজন মাত্র পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করলেও সে ফেল করে। এনিয়ে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয় পুরো মেহেরপুরে। ২ জানুয়ারি মেহেরপুর প্রতিদিন এ প্রধান শিরোনাম হলে বিষয়টি নিয়ে আরো বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করে দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার দায়ে।

বিদ্যালটিতে প্রধান শিক্ষকসহ ৪জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। এর মধ্যে একজন শিক্ষক পিটিআইয়ে প্রশিক্ষণে থাকায় প্রধান শিক্ষকসহ বাকি তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম, সহকারি শিক্ষক ফারহানা ইয়াসমিন ও ইয়াসমিন আক্তারের বিরুদ্ধে এ মামলা করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকতা মহা.ফজলে রহমান স্বাক্ষরিত তিনটি পৃথক স্মারকে এ মামলার তথ্য পাওয়া গেছে।

মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা-২০১৯ এ ওই বিদ্যালয় হতে এক জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহ করে এবং সে অকৃতকার্য হয়। ওই শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক অসাদাচারণের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ওই তিন শিক্ষককে কেন চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না তা ১০ কার্যদিবসের মধ্যে তার জবাব দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে জবাবের সাথে ব্যক্তিগত শুনানি দিতে চানকিনা উল্লেখ করতে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্তবর্তী নবিননগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। যে গ্রামটিতে মাত্র ৩৫ পরিবারের বসবাস। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যায় করে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালে নবিননগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সব মিলিয়ে মাত্র ২৯ জন শিক্ষার্থী ভর্তি

হয়েছিল। এর মধ্যে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল মিজান অঅহমেদ নামের ওই শিক্ষার্থী। অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিকে ৫ জন, প্রথম শ্রেণীতে ৬জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৬ জন, তৃতিয় শ্রেণীতে ৬ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়।

বিধি মোতাবেক ৪০ জন শিক্ষার্থীর স্থলে একজন করে শিক্ষক থাকার কথা। অথচ মাত্র ২৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য ওই প্রতিষ্ঠানের রয়েছেন চার জন শিক্ষক।

ওই সময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম জানিয়েছিলেন, অনেক চেষ্টা করেও আমরা ওই শিক্ষার্থীতে পাশ করাতে পারিনি। মিজান আহেমদ নামের ওই শিক্ষার্থী শারিরীক ও মানসিক ভাবে খুবই দুর্বল।

মেপ্র/ইএম

আরো পড়ুন:বিআরটিএ অফিসের চিত্র: নিজের লোকের কাছে আড়াই, অন্য কেউ হলে তিন হাজার

মেহেরপুরের করাতকল: ৬৪ টির মধ্যে লাইসেন্স নাই ৩৭টির

মেহেরপুরের বিভিন্ন জায়গাতে সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই চলছে অধিকাংশ করাতকল। প্রতিদিনই চেরাই করা হচ্ছে শতশত গাছ। উজাড় হচ্ছে বনাঞ্চল। আর এসব করাতকল নিয়ন্ত্রন করতে প্রশানের কোন তদারকির তোয়াক্কা করছেনা করাতকল মালিকরা।

লাইসেন্স এর জন্য বারবার তাগাদা দিলেও কর্তৃপক্ষের তাগাদা না মেনেই চলছে করাত কলের কার্যক্রম। তবে করাত কল মালিকদের সরকারি লাইসেন্স এর আওতায় আনতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে দাবী করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

জানাগেছে,বনবিভাগের তালিকা অনুযায়ী মেহেরপুর জেলায় মোট ৬৪ টি করাতকল কল রয়েছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ২৬ টি করাত কল রয়েছে। লাইসেন্স আছে ১৯ টির,আবেদন জমা নেয়া হয়েছে ২ টির। বাঁকি ৫

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি বলেন, অবৈধ করাতকল মালিকদের ব্যাপারে ইতোমধ্যে সোচ্চার হয়েছি কয়েকদিনের মধ্যে কয়েকটি করাত কল মালিকদের মোবাইল কোর্টের আওতায় এনে জরিমানা করেছি। যারা লাইসেন্স করেনি তাদেরকেও লাইসেন্স এর আওতায় আনার চেষ্টা চলছে। তবে খুব শিঘ্রই সকলকে লাইসেন্স এর আওতায় আনা হবে।

মেপ্র/ইএম

বিআরটিএ অফিসের চিত্র: নিজের লোকের কাছে আড়াই, অন্য কেউ হলে তিন হাজার

আপনি নিজের লোক বলে আড়াই হাজার বললাম, অন্য কেউ হলে তিন হাজার বলতাম। এসব কাজে তিন হাজারই লাগে। বিভিন্ন খরচপাতি আছে চুয়াডাঙ্গাসহ বিভিন্ন যায়গায় ছুটাছুটি করতে হয় সব মিলিয়ে হাজার তিনেক মত খরচ হয়। এভাবেই বিভিন্ন কায়দা কৌশলে মোটরসাইকেলের লাইসেন্স ফাইল জমার জন্য সাধারণ গ্রাহকের নিকট হতে হাতিয়ে নিচ্ছে মেহেরপুর আঞ্চলিক বিআরটিএ অফিসের মাষ্টাররোলে কর্মরত রাসেল ও মেজবাহ উদ্দিন।

ভুক্তভোগী রায়হান মোটরসাইকেলের নাম্বার প্লেট পাওয়ার জন্য কাগজ জমা দিতে এসে এই হয়রানির স্বিকার হয়। বিভিন্ন কারন দেখিয়ে তার কাছে থেকে প্রথমে তিন হাজার পরে নিজের লোক বলে আড়াই হাজার টাকা দাবি করে রাসেল তার সাথে সম্মতি দেয় মেজবাহ উদ্দিন।

মেহেরপুর বিআরটিএ অফিসে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালিয়েও গ্রাহক হয়রানি কোনভাবেই বন্ধ হচ্ছে না।
বিআরটিএ নির্ধারিত রেজিট্রেশন ফি জমা দেওয়ার পরও অতিরিক্ত আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা দিতে হচ্ছে বিআরটি অফিসে। টাকা না দিলে কাল আসেন পরশু আসেন বলে হয়রানি করা হচ্ছে গ্রাহকদের।

এ বিষয়ে রাসেল এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমি কারও

কাছে টাকা চাইনি। আমার যারা এসেছিল তাদের বলেছি শো-রুমে যোগাযোগ করতে। ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়ার পরও শো-রুমের সাথে কেন যোগাযোগ করতে হবে জানতে চাইলে রাসেল বলেন, এটি নতুন নিয়ম চালু হয়েছে।

মেজবাহ উদ্দিন এর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি প্রথমে রাসেলকে চেনেন না বলে জানান। পরে টাকার নিতে চাওয়ার কথা অস্বিকার করেন।

মেহেরপুর বিআরটিএ’র আঞ্চলিক কর্মকর্তা সালাউদ্দিন প্রিন্স এর সাথে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক অতিরিক্ত পরিচালক আতিয়ার রহমান জানান, রাসেল ও মেজবাহ উদ্দিনকে আমি চিনি না। এরা বিআরটিএ’র অফিসিয়াল কেউ না। মোটরসাইকেলের কাগজ জমা নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। টাকা নেওয়ার অভিযোগ যদি সত্যি হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেপ্র/ইএম

আরো পড়ুন: সেই স্কুলের তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা

জনপ্রতিনিধিদের আচরণ জনমুখী হতে হবে

জনশুমারী ও গৃহগণনা -২০২১ এর লিষ্টিং অপারেশন ও মুল শুমারীর তালিকাকারী, গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের ভাইভা বোর্ড থেকে বের করে দিয়ে একজন জনপ্রতিনিধি কতটুকু সম্মানের কাজ করেছেন তা কেবল তিনিই জানেন। নিজের সম্মান রক্ষার্থে যারা অপরের সম্মান নিয়ে চিন্তা করেন না প্রকৃতপক্ষে তারা কখনোই সম্মানীত হন না।

এ ধরণের একটি ঘটনা ঘটেছে গত রবিবার গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে। ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন এ ধরণের ঘটনা ঘটিয়েছেন। ভাইভা বোর্ডে তাকে না রাখায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি

পরীক্ষার্থীদের বাইরে বের করে দেন।
ভাইভা বোর্ড থেকে পরীক্ষার্থীদের বের করে দেওয়ার পর বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে তিনি উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করেন। ফলে সেখানে বিশৃঙ্খলা পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

জানাগেছে, ওই দিন গণনাকারী ও সুপারভাইজারদেও ভাইভা পরীক্ষা ছিল। নিয়মানুযায়ী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্রার্থীরা ভাইভা বোর্ডে অংশ নিয়েছিলেন। ভাইভা বোর্ডে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানকে না রাখায় তিনি সংক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে তার স্বামী সাহাবদ্দিন এমনটি জানিয়েছেন।

এ কারণে প্রায় আধা ঘন্টা ভাইভা পরীক্ষা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়েছিল ভাইভা বোর্ডকে । পরবর্তিতে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে বিষয়টি নিরসণ হয়।

কিন্তু ভাইভা বোর্ড থেকে যাদের বের করে দেওয়া হলো তাদের মনে কি ধরণের রেখাপাত ঘটতে পারে? জনপ্রতিনিধি সম্পর্কে তাদের ধারণাটা কেমন হতে পারে? একজন জনপ্রতিনিধির আচরণের কারণে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের উপরও তাদের বিরুপ মনোভাব তৈরি হওয়ার আশংকা থেকে যায়। ফলে জনপ্রতিনিধি সকল কিছু বিবেচনায় নিয়ে জনমুখী আচরণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

মেপ্র/ইএম